সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৫তম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা ❑ শ্রাবণ-১৪২৮, জুলাই-আগস্ট, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮

বরগুনায় অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ২

জাতীয় শোক দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায়.... ৩

মরুভূমির ত্বীন ফল এখন ৪

ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতের আউশ ৫

কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ৬

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৯ আগস্ট ২০২১ বৃহস্পতিবার সকালে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে রাজধানীর ফার্মগেটে বিএআরসি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত 'দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায়' প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। অনুষ্ঠানের শুরুতে ১৫ আগস্টে শহিদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বঙ্গবন্ধুর পরিবারের শহিদ সদস্যদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়।

দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে সারা পৃথিবীর মানবজাতির মুক্তির মহান নেতা হতেন। বিশ্বব্যাপী মানবতার যারা শত্রু তাদের বিরুদ্ধে জাতির পিতার প্রতিবাদী কণ্ঠ ও অবস্থান থাকত সবার উপরে। মানবতা ও মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করতে পারতেন।

দেশের সার্বিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধুর নেয়া যুগান্তকারী উদ্যোগ কৃষি বিপ্লবের কথা উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কৃষি উন্নয়নের যে ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন, সে ধারাবাহিকতায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কৃষিতে এসেছে বিস্ময়কর সাফল্য। আজকে দেশের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছে এ দেশের কৃষি। এ সাফল্যকে আরও বেগবান করতে কৃষিবিদ, বিজ্ঞানীসহ সকলকে আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কৃষিপণ্য কেনাবেচার মোবাইল অ্যাপ 'সদাই' শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠিত

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

০৪ আগস্ট ২০২১ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে কৃষিপণ্য কেনাবেচার মোবাইল অ্যাপ 'সদাই' এর উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। 'সদাই' অ্যাপ বাস্তবায়ন করছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। সার্বিক সহযোগিতায় রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয়।

কৃষিপণ্যের বিপণন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন কৃষিপণ্য কেনাবেচায়

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

করোনায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রণোদনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম রংপুর বিএডিসি সার গোডাউন পরিদর্শন করছেন

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম ও চলমান আমন মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা, সারের মজুদ পরিস্থিতি, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন, সবজি বীজ উৎপাদন কর্মসূচি, বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ মাঠের বিভিন্ন কার্যক্রম ২৮-২৯ জুলাই ২০২১ দুই দিনব্যাপী পরিদর্শন করেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

বরগুনায় অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মাঠ

ডিএইর সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক একেএম মনিরুল আলম বরগুনার পাথরঘাটায় অতিবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মাঠ পরিদর্শন করেন

সম্প্রতি বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে কয়েক দিনের অতিবৃষ্টিতে দক্ষিণাঞ্চলে ফসলের মাঠ নিমজ্জিত হয়। এতে ফসল ও আমনের বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) পরিচালক একেএম মনিরুল আলম ৭ আগস্ট ২০২১ বরগুনার পাথরঘাটা ও বামনা উপজেলায় জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত ফসলের মাঠ পরিদর্শন ও কৃষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এ সময় কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, প্রথমেই আপনাদেরকে মাঠের পানি অপসারণ করতে হবে। এরপর ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য উঁচু জমিতে নাবী জাতের আমনের বীজতলা করার পরামর্শ দেন। প্রয়োজনে ভাসমান বীজতলাও করা যেতে পারে। এ ছাড়া তিনি দেশের অন্য অঞ্চল থেকে অবিক্রীত বীজ এ অঞ্চলে পাঠানোর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে আশ্বাস দেন। কৃষি কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা সার্বক্ষণিক কৃষকের পাশে থেকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় করোনাকালীন ফসল উৎপাদনের এ অগ্রযাত্রা নিশ্চিত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম, বরগুনার উপপরিচালক মো. আব্দুর রশিদ, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠি, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর প্রকল্পের পরিচালক জাহিদুল আলম প্রমুখ।

কৃষিবিদ মো. শাহাদাত হোসেন, কৃতসা, বরিশাল

বগুড়া সদরে বিনা ধান-১৯ নমুনা শস্য কর্তন অনুষ্ঠিত

বগুড়া সদর উপজেলার কৈচড় ব্লকের কৈচড় দক্ষিণপাড়া গ্রামের প্রগতিশীল কৃষক মোঃ গোলাম রাব্বানী মানিক এর জমিতে আউশ ধানের (জাত বিনা ধান-১৯) নমুনা শস্য কর্তন ১৬ আগস্ট ২০২১ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ ইউছুফ রানা মন্ডল, অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া। বিশেষ অতিথি

হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ দুলাল হোসেন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, বনানী, বগুড়া এবং সরকার মোঃ শফি উদ্দীন, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়, বগুড়া অঞ্চল, বগুড়া। এ ছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, বিনা ধান-১৯ জাতটি খরা সহিষ্ণু নেরিকা-১০ জাত থেকে উদ্ভাবিত। প্রচণ্ড খরার সময় গাছের বাড়বাড়তি বন্ধ থাকে। আবার যখন অনুকূল পরিবেশ আসে তখন দ্রুত বাড়বাড়তি সম্পন্ন করে স্বাভাবিক ফলন দিতে সক্ষম। সবচেয়ে বড় বিষয় এই ধানটি আউশ ও আমন মৌসুমে চাষ উপযোগী। এছাড়া বরেন্দ্র ও পাহাড়ি এলাকাসহ সারাদেশে বৃষ্টিনির্ভর অবস্থায় সরাসরি রোপণ (ডিবলিং) উপযোগী। সেচের পানি সাশ্রয়ী এই জাতটির জীবনকাল ৯৫-১০৫ দিন। সাধারণত আউশ মৌসুমে গড় ফলন ৩.৮৪ টন/হে. ও সর্বোচ্চ ফলন ৫.০ টন/হে. আর আমন মৌসুমে গড় ফলন ৫.১৬ টন/হে. ও সর্বোচ্চ ফলন ৫.৫টন/হে.। এই ধানের চাল সরু ও লম্বা।

কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল্লাহ হিল-কাফি, কৃতসা, রাজশাহী

চরলক্ষিতে আলভী জাতের শসার সর্বাধিক ফলন

বাংলাদেশের জনপ্রিয় সবজিগুলোর মধ্যে শসা অন্যতম। এটি প্রধানত সালাদ ও সবজি হিসাবে খাওয়া হয়। শসার প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৯৬ গ্রাম জলীয় অংশ, ০.৬ গ্রাম আমিষ, ০.১ গ্রাম স্নেহ, ২.৬ গ্রাম শ্বেতসার, ১৮ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ২৫ মিলিগ্রাম ফসপরাস, ০.২ মিলি গ্রাম লৌহ, ৪০ মাইক্রোগ্রাম কেরোটিন, ০৫ মিলিগ্রাম ভিটামিন ও ১২ ক্যালরি খাদ্যশক্তি রয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি ইঞ্চি জমির সুষ্ঠু ব্যহারের লক্ষ্যে নোয়াখালী জেলার চর অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে শসার চাষ হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে জানা যায় চরলক্ষি উপজেলার ৮নং ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর ব্লকের কৃষক মো: নুর মাওলা প্রায় দুই একর জমিতে শসার (জাতআলভি) চাষ করেছেন। কৃষকের প্রায় ১৫,০০০ টাকা খরচ হয়েছে। এরই মধ্যে তিনি বেশ কয়েকবার ফসল উত্তোলন ও বিক্রি করেছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের চরলক্ষি উপজেলার কৃষিবিদ মো: হারুন অর রশিদ, উপজেলা কৃষি অফিসার ও মো: নাজমুল হুদা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার তত্বাবধানে এ জাতের শসার চাষ করা হয়েছে। আশা করছেন শতকপ্রতি ৬০-৭০ কেজি ফলন হবে। কৃষক মোট খরচের প্রায় ১০-১২ গুন লাভবান হবেন। এতে জমির সদ্ব্যবহারসহ আরো অনেক কৃষক উদ্বুদ্ধ হবেন বলে আশা করছেন।

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, চট্টগ্রাম অঞ্চল

দেশি সুগন্ধি চাল

কৃষিই সমৃদ্ধি

দেশের উন্নতি যদি চাই মনে প্রাণে
আঙিনা সুরভিত হোক দেশের ধানে

বিশেষ জাতের ধান থেকে সুগন্ধি চাল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধান আবাদের প্রচলন আছে। প্রধানত পোলাও, বিরিয়ানি, কাচ্চি, জর্দা, ভুনা-খিঁচুড়ি, ফিরনি, পায়েসসহ আরও নানা পদের সুস্বাদু ও দামি খাবার তৈরিতে সুগন্ধি চাল বেশি ব্যবহার হয়। বিয়ে, পূজা-পার্বণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপসহ সব ধরনের অনুষ্ঠানে সুগন্ধি চালের ব্যবহার অতি জনপ্রিয়। অনেক সচ্ছল পরিবারে, বনেদি ঘরে সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ, বাংলামতি) সিদ্ধ চালের ভাত খাওয়ার রেওয়াজ অহরহ দেখা যায়। চাইনিজ, ইতালিয়ান, থাই ইন্ডিয়ান হোটেল-রেস্টুরেন্ট, পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল-মোটেল, পর্যটন কেন্দ্রে প্রধানত ভাত, পোলাও নানা পদের খাবার পরিবেশনে সুগন্ধি চাল ব্যবহার করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ দেশি অতি উন্নতমানের সুগন্ধি চালের জাতগুলো সম্পর্কে ধারণা ও প্রচারণার অভাব থাকায় এসব নামি-দামি হোটেলে আমাদের জনপ্রিয় সুগন্ধি ধানের জাতগুলোর পরিবর্তে বিদেশি বাসমতি জাতের চাল ব্যবহার প্রচলন দেখা যায়। অথচ নিজ দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়।

সুগন্ধি চালের জাত

বিভিন্ন জেলায় অঞ্চলভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধানের জাত আছে। জাতগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অতি সুগন্ধি। এ জাতগুলো প্রধানত চিনিগুড়া, কালিজিরা, কাটারিভোগ, তুলসীমালা, বাদশাভোগ, খাসখানী, বাঁশফুল, দুর্বাশাইল, বেগুনবিচি, কালপাখরী অন্যতম। হালকা সুগন্ধযুক্ত জাতগুলোর মধ্যে পুনিয়া, কামিনীসরু, জিরাভোগ, চিনিশাইল, সাদাগুঁড়া, মধুমাধব, গোবিন্দভোগ, দুধশাইল প্রধান। প্রচলিত জাতগুলোর বেশির ভাগই হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণত উচ্চফলনশীল জাতের তুলনায় অনেক কম। ব্রি উদ্ভাবিত বাংলাদেশে আবাদকৃত উচ্চফলনশীল সুগন্ধি জাতগুলো হলো বিআর ৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, বাংলামতি (ব্রি ধান৫০) ব্রি ধান৭৫, ব্রি ধান৯০, বিনাধান-৯, বিনাধান-১৩ এসব।

বাংলাদেশের বাংলামতিসহ সুগন্ধি ধানের বৈশিষ্ট্য

* বাংলামতি ধানের চাল ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতি ধানের চালের সমকক্ষ। সুপার ফাইন অ্যারোমেটিক রাইস হিসেবে বিশ্বব্যাপী ভারত-পাকিস্তানের বাসমতি চালের যে জনপ্রিয়তা, সুনাম রয়েছে ঠিক সে চালই পাওয়া যাবে বাংলাদেশের বাংলামতি ধান থেকে;
* বাংলাদেশে উৎপাদিত বাংলামতিসহ অন্যান্য সুগন্ধি চালের বাজারমূল্য আমদানিকৃত সুগন্ধি চালের থেকে অনেক কম, তাই বাণিজ্যিক দিক থেকে খুবই সাশ্রয়ী। অন্যদিকে এর গুণগতমান আমদানিকৃত চাল থেকে কোনো অংশেই কম নয়;
* বাংলাদেশে উৎপাদিত সুগন্ধি চালে অ্যামাইলেজ কম থাকায় ভাত হয় ঝর ঝরে ও দৃষ্টিনন্দন;
* আমাদের দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল বর্তমানে বিদেশেও রফতানি হচ্ছে;
* আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন সুগন্ধি চালের গড় দাম ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ ডলার। সুতরাং বাংলামতিসহ অন্যান্য দেশীয় সুগন্ধি চাল ব্যবহার বাড়ালে আমাদের আমদানি খরচ অনেক কমে যাবে;
* সুগন্ধি চালের দেশীয় বাজার চাহিদা বাড়ালে কৃষকের সুগন্ধি চালের উৎপাদন ও এর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন।

জাতীয় শোক দিবসে বিনম্র শ্রদ্ধায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ

১৫ আগস্ট ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে কেআইবি চত্বরে ও বিএআরসি প্রাঙ্গনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর এবং পেশাজীবী সংগঠন বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা

শোক দিবসে বঙ্গবন্ধুর প্রতি বিএআরসির শ্রদ্ধাঞ্জলি

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা

মরুভূমির ত্বীন ফল এখন বাণিজ্যিকভাবে ফলছে গাজীপুরের শ্রীপুরে

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বারতোপা গ্রামে মডার্ন এগ্রো ফার্ম অ্যান্ড নিউট্রিশন নামের ফার্মে ত্বীন ফলের চাষ হচ্ছে। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন জেলার ত্বীন ফল ও চারা বিক্রি হচ্ছে। দিন দিন চাহিদা বাড়ার কারণে ফার্ম কর্তৃপক্ষ এর সম্প্রসারণ ও ফল গাছের চারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে কাজ করছে।

প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং প্রধান মুছা জানান, বারতোপা এলাকায় সাত বিঘা জমিতে ত্বীন ফলের চাষ শুরু হয়। এখন এখানে ৬টি ফার্মে ২৪ বিঘা জমিতে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে। মাদার প্ল্যান্ট (মূল গাছ) থেকে তৈরি করা কলমের তিন মাস বয়স থেকে ফল দেয়া শুরু করে। তবে ছয় মাস বয়েসে চারা পরিপক্ব হয়। সাধারণ এ ফল ধরার এক সপ্তাহের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়। প্রতিটি গাছে ৭০-৮০টি ফল ধরে। সারা বছরই গাছ থেকে ফল পাওয়া যায়। প্রতি কেজি ১০০০ টাকা হিসেবে প্রতিদিন এই ফার্ম থেকে ২৪-২৫ কেজি ফল বিক্রি হচ্ছে। ১০-২০ হাজার টাকায় টবসহ ফল ধরা চারা বিক্রি হচ্ছে।

ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা মো: আজম তালুকদার বলেন ২০১৪/২০১৬ সালে তিনি থাইল্যান্ড থেকে জীবন্ত গাছ এবং তুরস্ক থেকে ত্বীন গাছের কাটিং নিয়ে আসেন। পরে নিজস্ব প্রপাগেশন সেন্টারে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও আদ্রতা বজায় রেখে বারতোপা এলাকায় ২০১৭ সালে বাণিজ্যিকভাবে চারা উৎপাদন ও চাষাবাদ শুরু করেন। তিনি আরও বলেন আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ডুমুর আকৃতির এই ফল সবার দৃষ্টি কেড়েছে। প্রতিটি পাতার গোড়ায় গোড়ায় ফল জন্মে থাকে। ত্বীন একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ সুস্বাদু ফল, যা মরু অঞ্চলে স্বাচ্ছন্দ্যে জন্মায়। বাংলাদশের মাটি ও আবহাওয়ার সঙ্গে বেশ মানিয়ে নিয়েছে এই ফল। কোনো রাসায়নিক সার ছাড়াই মাটিতে জৈব ও কম্পোস্ট সার মিশিয়ে মাঠে, ছাদের টবে লাগিয়ে ফল উৎপাদনে সাফল্য পাওয়া গেছে। তাই ছাদ বাগানীদের মধ্যে বেশ আগ্রাহ সৃষ্টি হয়েছে। দেশ ছাড়াও বিদেশে এ ফলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত ও জাপান থেকে আমাদের চাহিদার কথা জানিয়েছে অনেকে। ত্বীন চরম জলবায়ু অর্থাৎ শুষ্ক ও শীত প্রধান দেশে চাষ হলেও আমরা প্রমাণ করেছি নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে ৩৬৫ দিনে ফল উৎপাদন সম্ভব।

গাজীপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মো: মাহবুব আলম জানান আয়তনের দিক থেকে দেশের সবচাইতে বড় শ্রীপুরের ত্বীন ফলের প্রজেক্টটি। আমরা এই প্রকল্পটি পরিদর্শন করি এর পরামর্শ দিয়ে থাকি। রোগবালাই নেই বললেই চলে। প্রচার প্রচারণার মাধ্যমে ঔষধি গুণসম্পন্ন ত্বীন ফলের চাষ কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পারলে অনেক বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হবে এবং অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

অপর্ণা বড়ুয়া, কৃতসা, ঢাকা

কৃষকের সাথে থাকুন
কৃষকের পাশে থাকুন

বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্পে"র কার্যক্রম পরিদর্শন করেন রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কে জে এম আব্দুল আওয়াল। ০৯ আগস্ট ২০২১ চারঘাট উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করেন। এসময় তার সফরসঙ্গী ছিলেন জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার মোছাঃ উম্মে সালমা এবং অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) উত্তম কুমার। এই কার্যক্রম পরিদর্শন সময়ে সার্বিক সহযোগিতা করেন চারঘাট উপজেলা কৃষি অফিসার জনাব সাইফুল্লাহ আহম্মদ।

পরিদর্শনকালে উপপরিচালক বলেন, বর্তমান সরকার সারা দেশে অনাবাদী পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনাসহ প্রতি ইঞ্চি জমিতে আবাদ করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। এই প্রকল্পটির আওতায় গ্রামের মানুষ বসতবাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর ও খালের পাড়, বাড়ির আশপাশ, স্যাঁতসেঁতে ছায়াযুক্ত প্রতি ইঞ্চি অব্যহৃত ও অনাবাদি জমিতে শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন করবেন। এতে মানুষের পুষ্টিহীনতা দূর হওয়ার পাশাপাশি খাদ্যনিরাপত্তাও নিশ্চিত হবে। একজন কৃষক সারা বছরই খামার থেকে কিছু না কিছু পাবেনই। তিনি আরো বলেন এই প্রকল্প হতে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। এতে করে বসত বাড়ির আঙ্গিনা বা নিকটস্থ পতিত জমির ব্যবহার করে শাক সবজি উৎপাদনের মাধ্যমে স্বল্প খরচ ও শ্রমে পরিবারের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত অংশ বিক্রি করে বাড়তি আয় সম্ভব হবে।

মো: আমিনুল ইসলাম, কৃতসা, রাজশাহী

জাতীয় শোক দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভায় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা উইং) জনাব ড. মোঃ আব্দুর রৌফ। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল। অন্যান্যের মধ্যে হোসনে আরা বেগম এমপি ও সংস্থা প্রধানগণ বক্তব্য রাখেন। এ সময় সশরীরে ও দেশব্যাপী ভার্চুয়ালি প্রায় সাত শতাধিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতের আউশ ধানে বিঘায় ফলন ২৩ মণ

ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতের আউশ ধানে রেকর্ড ফলন হয়েছে। ক্রপ কাটিংয়ে বিঘায় ফলন পাওয়া গেছে ২৩ মণ। যা আউশ মৌসুমের অন্য যে কোন জাতের চেয়ে অনেক বেশি। ২৯ জুলাই ২০২১ ভোলা জেলার রাজাপুর ইউনিয়নে চরমনসা গ্রামের সবুজ বাংলা কৃষি খামারে ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতের প্রদর্শনী প্লটের ধান কর্তন ও মাঠ দিবসে এ তথ্য পাওয়া যায়। ভোলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

মাঠ দিবসে ভোলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক আবু মোঃ এনায়েত উল্লাহর সভাপতিত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইংয়ের পরিচালক একে এম মনিরুল আলম ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতের ধান কর্তনের ফলাফল খুবই আশাব্যঞ্জক। আগামী আউশ মৌসুমে এ জাতের ধান চাষ ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। আউশ মৌসুমে বেশি করে এ জাতের ধান চাষ করার জন্য কৃষকদের আহ্বান জানান তিনি।

ব্রির মহাপরিচালক বলেন, ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতটির আউশ মৌসুমে অন্য সকল জাতের চেয়ে ফলন বেশি। আগামী দিনে এ জাতটিকে বিএডিসির মাধ্যমে কৃষকের কাছে সরবরাহ করতে আমরা সচেষ্ট থাকবো।

উল্লেখ্য, চরমনসা গ্রামের কৃষক মোঃ ইয়ানুর রহমান বিপ্লবের ৮ হেক্টর জমির প্রদর্শনী প্লটে ব্রি হাইব্রিড ধান৭ জাতের বীজ বপন করা হয়েছিল এ বছরের ০৮ এপ্রিল। চারা রোপণ করা হয়েছিল ০৩ মে। আর কম্বাইন হারভেস্টারের মাধ্যমে ২৮ জুলাই ধান কর্তন করা হয়েছে। জীবনকাল ১১০ দিন। হেক্টরপ্রতি ধানের ফলন ৭ মেট্রিক টন (বিঘায় ২৩ মণ)। আর চালের হিসাবে হেক্টরপ্রতি ৪.৬০ মেট্রিক টন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশালে আউশ মৌসুমে ব্রি ধান৮২'র ফলনে কৃষি কর্মকর্তারা মুগ্ধ

চরবদনা খামারে ডিএইর অতিরিক্ত পরিচালক ও ব্রির মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাসহ অন্যরা ব্রি ধান৮২ কর্তন করছেন

ধান পরিপক্ক হওয়ায় ব্রির আঞ্চলিক কার্যালয় বরিশাল ৯ আগস্ট ২০২১ চরবদনা খামারে ব্রি ধান৮২ এর কর্তন ও মাঠ দিবসের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্রি বরিশাল কার্যালয়ের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও প্রধান ড. মো. আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিএই বরিশাল অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম। মাঠ দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি বলেন, এ খামারে বোনা পদ্ধতিতে চাষকৃত ব্রি ধান৮২'র চরবদনা খামারে কর্তন পরবর্তী ৫.৭২ মে.টন হেক্টর (ধানে) ফলন সকলকে মুগ্ধ করেছে। কৃষকের নিকট এ জাতটি সমাদৃত হবে। আগামী আউশ মৌসুমে এ জাতটি চাষিদের নিকট পৌঁছানোর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বরিশাল অঞ্চলের বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ, ব্রি, এআইএস, এটিআই ও বিনার বিভিন্ন পর্যায়ের ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ মো. শাহাদাত হোসেন, কৃতসা, বরিশাল

কুমিল্লা জেলায় চার হাজার বিনা লেবু-১ চারাগাছ বিতরণ

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) কর্তৃক উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল লাভজনক ফসলসমূহের উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে বীজ ও চারা বিতরণ উপলক্ষ্যে কুমিল্লা জেলার কৃষকদের মাঝে ৪ হাজার বিনা লেবু-১ এর কলমচারা ১১ আগস্ট ২০২১ বিতরণ করা হয়। এর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ মিজানুর রহমান কৃষকের মাঝে বিতরণের জন্য দুই হাজার চারা সংগ্রহ করেন। বিনা, কুমিল্লা কর্তৃক কুমিল্লার কৃষকের মাঝে দুই হাজার চারা বিতরণ সম্পন্ন করেন। এ ছাড়াও বিনা কুমিল্লা কর্তৃক জেলার বিভিন্ন উদ্যোক্তা কৃষকের মাঝে ১০ জন কৃষককে বিনা লেবু-১ এর ১০টি বাগান স্থাপন করে দিয়েছেন। উল্লেখ্য, এ অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো বর্তমান করোনা মহামারির মতো সংকটে লেবু জনগণের পথ্য হিসেবে কাজ করবে। লেবুতে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন 'সি' থাকায় বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া বিনা লেবু-১ বীজবিহীন, সুগন্ধিযুক্ত এবং বাণিজ্যিক আকারের হওয়ায় এর বাজার মূল্যও বেশি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ড. মো. আশিকুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা; কৃষিবিদ অর্পিতা সেন, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা প্রমুখ।

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

আলু বিক্রিতে কৃষিমন্ত্রীর সহযোগিতা

শেষ পাতার পর

শেষ দিকে আলুর দাম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। এ বছর উদ্বৃত্ত আলুর বাজারজাতের জন্য উচ্চপর্যায়ে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

> চলতি ২০২১ মৌসুমে ১ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। বিপরীতে দেশে আলুর চাহিদা ৮৫-৯০ লাখ মেট্রিক টন। এর ফলে প্রায় ২০ লাখ টন আলু উদ্বৃত্ত রয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, আলুর সুষ্ঠু বাজারজাতে স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। সেটি বিবেচনায় নিয়ে আলুর রপ্তানি বৃদ্ধিতে প্রচেষ্টা চলছে। আগামীতে আলুর রপ্তানি অনেক বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিনিধিদল বলেন, চলতি ২০২১ মৌসুমে ১ কোটি ১০ লাখ মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে। বিপরীতে দেশে আলুর চাহিদা ৮৫-৯০ লাখ মেট্রিক টন। এর ফলে প্রায় ২০ লাখ টন আলু উদ্বৃত্ত রয়েছে। এ বছর প্রায় ৪০০ হিমাগারে ৫৫ লাখ টন খাবার আলু, বীজআলু ও রপ্তানিযোগ্য আলু সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে আলুর বাজারদর কম। সংরক্ষিত আলু বাজারজাত না করতে পারলে বিপুল পরিমাণ আলু অবিক্রীত থাকার আশঙ্কা দেখা দেবে। সেজন্য গত বছরের মতো এবারও ত্রাণসহ বিভিন্ন সরকারি কাজে আলু বিতরণ করলে উদ্বৃত্ত আলুর সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব।

সাক্ষাৎকালে এফবিসিসিআইর সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী, কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন পুষ্টি, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইসতিয়াক আহমেদসহ অন্য প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিবিদ অঞ্জন কুমার বড়ুয়া সাবেক প্রধান তথ্য কর্মকর্তা (পিআরএল), কৃষি তথ্য সার্ভিস, ১০ আগস্ট ২০২১ করোনা আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসারত অবস্থায় ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। কৃষি তথ্য সার্ভিসের পক্ষ থেকে পরিচালক মহোদয় তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়। তিনি একজন সৎ, দক্ষ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মকর্তা ছিলেন।

করোনাকালেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯৮%

শেষ পাতার পর

সভায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী প্রকল্প পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী, সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, চলমান করোনা মহামারি ও ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এ সাফল্য অর্জন খুবই সন্তোষজনক। আমাদের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। আগামীতে এ সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে সবাইকে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হবে।

> চলতি অর্থবছরে যে প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে তার সফল বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে করে দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

দেশে কৃষি উৎপাদনে চ্যালেঞ্জসমূহ উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব কৃষিতে পড়ছে। অন্যদিকে মানুষ বাড়ছে, নগরায়ন-শিল্পায়নসহ নানা কারণে চাষের জমি কমছে, পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। এর সাথে যোগ হয়েছে চলমান কোভিডের প্রভাব। এ পরিস্থিতিতে সবাইকে অত্যন্ত সচেতন ও সাবধানী হতে হবে যাতে করে স্বল্প প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যেও কৃষির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা ধরে রাখা যায়। চলতি অর্থবছরে যে প্রকল্পগুলো নেয়া হয়েছে তার সফল বাস্তবায়ন করতে হবে। যাতে করে দেশের প্রায় ১৭ কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

সভায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম বলেন, করোনাকালে মন্ত্রণালয়ের মোট ৮৫টি প্রকল্পের ৯৮% বাস্তবায়ন হয়েছে যা খুবই প্রশংসনীয়। চলমান বছরেও এ সাফল্য ধরে রাখা ও তা আরও এগিয়ে নিতে প্রকল্প পরিচালকদের তিনি তাগাদা প্রদান করেন।

সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মো: মেসবাহুল ইসলাম। এসময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সংস্থা প্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে লেবুজাতীয় চাষ প্রকল্প

ইউসুফ আলী মন্ডল, নকলা, শেরপুর

বিশ্বে সাইট্রাস (লেবুজাতীয় ফল) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফল। বাংলাদেশের আবহাওয়া লেবুজাতীয় ফল বিশেষ করে এলাচি লেবু, কাগজি লেবু, জাম্বুরা উৎপাদনের জন্য খুবই উপযোগী। এ দেশে লেবুজাতীয় ফলের বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৪০ হাজার মেট্রিক টন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকা এর আওতায় বাংলাদেশে লেবু চাষ বৃদ্ধির জন্য লেবুজাতীয় ফসলের সম্প্রসারণ ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প ১ মার্চ ২০১৯ থেকে শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কাজ চলবে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৭টি বিভাগের ৩০টি জেলার ১২৩টি উপজেলার মাঠপর্যায়ে এই প্রকল্পের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক ড. ফারুক আহমদ জানিয়েছেন প্রকল্পটির কার্যক্রমে সাড়া দিয়ে কৃষকরা অধিকতর আগ্রহী হয়ে উঠছেন বাংলাদেশের লেবুচাষিরা।

কৃষিপণ্য কেনাবেচার মোবাইল অ্যাপ 'সদাই'

প্রথম পাতার পর

'সদাই' অ্যাপটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ অ্যাপটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে দেশের কৃষকের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি, মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস, কৃষিপণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতে কাজ করবে। একই সাথে, ভোক্তারা যাতে না ঠকে, প্রতারণার শিকার না হয় এবং নিরাপদ ও ভেজালমুক্ত পণ্য পায় সেজন্য অ্যাপটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ ও মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল বক্তব্য রাখেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ উপস্থিত ছিলেন। সদাই অ্যাপের পরিচিতি তুলে ধরেন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক বায়েজীদ বোস্তামী।

'সদাই' সরকারি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের প্রথম কৃষি বিপণন অ্যাপ। এর ভাষা বাংলা। এটির মাধ্যমে কৃষক ও ভোক্তার সরাসরি যোগাযোগ হবে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর 'সদাই' প্ল্যাটফর্মে লেনদেন হওয়া কৃষিপণ্যের গুণগত মান ও ক্রয়-বিক্রয় মনিটরিং করবে। পণ্যগুলোর উপযুক্ত দাম নির্ধারণ করবে। প্রয়োজনে উদ্যোক্তার নিবন্ধন বাতিল করবে। অভিযোগ প্রতিকারের ব্যবস্থা ও অধিদপ্তর পরিচালিত কল সেন্টার থাকবে।

কৃষক ও উদ্যোক্তাগণ ফ্রি রেজিস্ট্রেশন করে কমিশনবিহীন বিক্রির সুযোগ পাবে। মোবাইল ব্যাংকিং পেমেন্ট এবং ক্যাশ অন ডেলিভারি পেমেন্টের সুযোগ পাওয়া যাবে। মূল্য যাচাইয়ের সুযোগ ও অর্ডারকৃত পণ্যের ট্র্যাকিং সুবিধা রয়েছে। অধিদপ্তর কৃষক ও উদ্যোক্তাগণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। ক্ষেত্র বিশেষে কৃষিপণ্য পরিবহন সুবিধা পাওয়া যাবে।

ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের জন্য 'সদাই' অ্যাপ আলাদা। প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

লিংক: ১ সদাই (ভোক্তা): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dam.sodai; ২) সদাই (উদ্যোক্তা) - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dam.ku

প্রেসবিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

পুষ্টি কর্নার ঃ মাল্টা

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল মাল্টা। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম মাল্টায় জলীয় অংশ ৮০-৯০ গ্রাম, হজমযোগ্য আঁশ ০.৫ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ২০০ কিলোক্যালরি, আমিষ ০.৭-১.৩ গ্রাম, চর্বি ০.১-০.৩ গ্রাম, শর্করা ১২ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৪০ মিলিগ্রাম, লৌহ ০.৮ মিলিগ্রাম, ক্যারোটিন ২০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি১ ০.১১৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি২ ০.০৪৬ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন 'সি' ৪৫-৬১ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান রয়েছে। ফলের খোসা থেকে প্রসাধনী ও ওষুধ শিল্পে ব্যবহার্য অত্যাবশ্যকীয় তেল প্রস্তুত করা যায়। মাল্টা সর্দিজ্বর নিরাময়ে উপকারী। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ছাড়কৃত জনপ্রিয় জাত হলো 'বারি মাল্টা-১'। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চল মাল্টা চাষের উপযোগী। ফল হিসেবে মাল্টা সরাসরি খাওয়া হয়। এ ছাড়া অরেঞ্জ জুস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। *সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা*

কৃষকদেরকে লাভবান করতে দেয়া হচ্ছে ভর্তুকি

শেষ পাতার পর

করতে কাজ করছে। দেশের বেশির ভাগ কৃষকই পারিবারিক, ক্ষুদ্র, প্রান্তিক ও বর্গাচাষি। সেজন্য কৃষিকে লাভজনক করতে সরকার ক্রমাগত কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। উৎপাদন খরচ কমাতে ইতোমধ্যে চারবার সারের দাম কমিয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশে সারের দাম এখন অনেক কম। সেচ, বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণও সহজলভ্য করেছে সরকার। এ ছাড়া ৫০-৭০% ভর্তুকিতে কৃষকদেরকে দেয়া হচ্ছে ধানকাটা, মাড়াইসহ বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র।

ধান চাষ এখন লাভজনক উল্লেখ করে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষিতে প্রণোদনা প্রদান ও চাল আমদানিতে শুল্কারোপসহ সরকারের সময়োপযোগী উদ্যোগের ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে কৃষকেরা ধানের ভাল দাম পাচ্ছেন ও ধান চাষ করে লাভবান হচ্ছেন।

আম, আনারস, শাকসবজিসহ অন্যান্য ফসল চাষ কৃষকদের জন্য লাভজনক করতে বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের ভেতরে ও বাইরে এসব কৃষিপণ্যের বাজারকে আরও বিস্তৃত করতে হবে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি শিল্পোদ্যোক্তাদেরকে কৃষি প্রক্রিয়াজাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

অ্যাসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি) ও দৈনিক বণিক বার্তা এ সেমিনারের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে এএলআরডির চেয়ারপারসন খুশি কবির, সিপিবির রুহিন হোসেন প্রিন্স, এএলআরডির আজিম হায়দার, রওশন জাহান মনি প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এতে উপকারভোগী, নাগরিক সমাজ, মিডিয়া, এনজিওসহ বিভিন্ন অংশীজনের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষিমন্ত্রণালয়*

করোনায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে

প্রথম পাতার পর

পরিদর্শনকালে প্রথম দিন তিনি রংপুর বিএডিসির সার গোডাউন ও সবজি খামার পরিদর্শন করেন। এছাড়া তিনি উপস্থিত বিভিন্ন দপ্তর প্রধানগণের সাথে সংক্ষিপ্তভাবে মতবিনিময়ের পাশাপাশি বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

পরের দিন বুড়িরহাট হর্টিকালচার সেন্টারে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজের চারা উৎপাদন কর্মসূচি উদ্বোধন করেন এবং তাজহাট এটিআই শিক্ষার গুণগত মান কিভাবে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে কৃষি প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট, তাজহাট রংপুরের শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্তি পরিচালক প্রমুখ। এ ছাড়াও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিবিদ ড. মুহ: রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৫তম বর্ষ ❑ চতুর্থ সংখ্যা
❑ শ্রাবণ-১৪২৮ বঙ্গাব্দ; জুলাই-আগস্ট, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

করোনাকালেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের হার ৯৮%

সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

করোনা মহামারির প্রকোপের মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) বাস্তবায়ন হয়েছে ৯৮%। এ অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে ১৮% বেশি। জাতীয় গড় অগ্রগতি হয়েছে ৮০%। ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের মোট প্রকল্প ছিল ৮৫টি। প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ছিল ২ হাজার ৩১২ কোটি টাকা। যার মধ্যে ২ হাজার ২৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে, যা বরাদ্দের ৯৮%। ২৯ জুলাই ২০২১ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

আলু বিক্রিতে কৃষিমন্ত্রীর সহযোগিতা চায় কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন

সচিবালয়ে এফবিসিসিআই ও কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

কোল্ডস্টোরেজে মজুদ ও উদ্বৃত্ত আলু বিক্রিতে মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেছে বাংলাদেশ কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশন। ১০ আগস্ট ২০২১ বিকালে সচিবালয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপির সাথে সাক্ষাৎকালে এফবিসিসিআই ও কোল্ডস্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধদল এ আহ্বান করেন।

এসময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, গত বছর করোনার শুরুর দিকে আমরা বিভিন্ন ত্রাণকাজে, রোহিঙ্গাদের মধ্যে ও রেশনে আলু বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। এর ফলে আলুর ব্যবহার অনেক বেশি হয়েছিল এবং

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

কৃষকদেরকে লাভবান করতে দেয়া হচ্ছে ভর্তুকি : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

উৎপাদন খরচ কমিয়ে দেশের কৃষকদেরকে লাভবান করতেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন দাতা ও উন্নয়ন সহযোগীদের আপত্তি উপেক্ষা করে কৃষি খাতে বিশাল পরিমাণ অর্থ ভর্তুকি ও প্রণোদনা ধারাবাহিকভাবে দিয়ে যাচ্ছেন বলে উল্লেখ করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ৩১ জুলাই ২০২১ সকালে তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে ভার্চুয়ালি 'পারিবারিক কৃষি ও কৃষক : সরকার ও নাগরিক সমাজের করণীয়' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার কৃষি উৎপাদনকে কৃষকদের জন্য লাভজনক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

১৫ আগস্ট ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৬তম শাহাদতবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষ্যে ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ও অন্যান্য অতিথিরা। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহকারী সম্পাদক : মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd